দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 23 JAN 2010 ...
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 2 ...

আমরা সঠিক সময়ে শিক্ষার্থীদের বই দিতে পারিনি

–প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী

সিদ্ধিরগঞ্জ উপজেলা সংবাদদাতা : বইয়ের গুদামে আগুন ও হাইকোর্টের স্থগিত আদেশসহ বিভিন্ন সমস্যার কারণে আমরা নির্ধারিত সময়ে শিক্ষার্থীদের বই দিতে পারিনি। তবে ৩১ জানুয়ারীর মধ্যে শতভাগ শিক্ষার্থীকে বই দিতে পারব। শিশু শিক্ষা ও সাক্ষরতা জরিপ কর্মসূচী উদ্বোধন উপলক্ষে গতকাল (শুক্রবার) সকালে সিদ্ধিরগঞ্জের সানারপাড় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী ডাঃ মোঃ আফছারুল আমিন এসব কথা বলেন। মন্ত্রী আরও বলেন, আমাদের সরকার ২০১১ সালের মধ্যে সব শিশুকে স্কুলে নিয়ে আসবে এবং ২০১৪ সালের মধ্যে নিরক্ষর মুক্ত বাংলাদেশ গড়বে। এ লক্ষ্যে প্রতিটি বিদ্যালয় এলাকায় অবস্থিত ১ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশুদের মাঝে জরিপ চালিয়ে শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হবে। জরিপের ভিত্তিতে স্কুলে যায় না এমন শিশুদের তালিকা করে তাদেরকে স্কুলে আনার ব্যবস্থা করা হবে। সারা দেশের প্রায় ১৯শ' গ্রামে প্রাইমারী স্কুল নেই। আমাদের সরকার প্রাথমিক পর্যায়ে ১৫শ' গ্রামে নতুন স্কুল স্থাপন করবে। সরকার প্রাথমিক শিক্ষা চালুর চিন্তা-ভাবনা করছে। এছাড়া দরিদ্র শিশুদের স্কুলমুখী করার জন্য দুপুরে হাইপ্রোটিন বিস্কুট দিয়ে স্কুলে দুপুরে টিফিনের ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা নিচ্ছে। নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আব্দুল কাদিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, স্থানীয় এমপি আবদুল্লাহ আল-কায়সার, প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালক মোঃ আব্দুল মজিদ শাহ আকন্দ, নারায়ণগঞ্জের এডিসি (শিক্ষা ও সার্বিক) মাহবুবুল ইসলাম, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোতাহার হোসেন, থানা আওয়ামী লীগ সভাপতি মজিবুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক ইব্রাহিম মিয়া ও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জরিনা আক্তার।